বস্ত্রবালিকার কথা

তানভীর মোকাম্মেল

বস্ত্রবালিকা হেঁটে যায়
ভোরে আর নিয়নের আলোকচ্ছটায়
ছোট ছোট রঙীন স্বপ্ন তার
পায়ে পায়ে হাঁটে
আমাদের নগরে ফুটপাতে।

নষ্ট নগর চোখ মারে
কিছু টাকা এ মাসেই গাঁয়ে
ভাইটির আবদার একজোড়া জুতা
বোনটির নতুন কামিজ
বাবা চান জমিটা ছাড়াতে ছড়াবেন বীজ
আর বাড়ীওয়ালা
আগামীকাল ভাড়া নইলে ছাড়তে হবে
ছয়ফুট বস্তির ঘর;

কেবল মা চান না কিছু
হারিয়ে প্রসারপিনাকে সেই-ই সে কবে
আজো থাকেন নীরবে অপেক্ষায়।

বস্ত্রবালিকা হেঁটে যায়
চৈত্ররোদে আর শ্রাবণবর্ষায়
ছোট্ট কাঁধে তার মস্ত জীবনের ভার
ঈশ্বরের খাতায় আছে কিম্বা নেই
মালিকের খেরোখাতায় রয়েছে নাম তার
গাঁয়ের গোল্লাছুট সখীরা কে এখন কোথায়
ঘামে ভেজা মুখ দেখে তার
কালপুরুষ মেঘের আড়ালে লুকায়।

বস্ত্রবালিকা লাজুক ফিরে চায়
পেছনে কী আসে সেই সাইকেল-ছেলে
লাল-নীল-হলুদ-সবুজ কত রঙীন সূতায়
আঙুলের দক্ষ ছোঁয়া তার

সে পোষাকে বিড়াল হাঁটে নিতম্বিনী মডেল
আর নিজের জীবন তার
পরণের পোশাকের মতই
রঙহীন হয়ে রয়;

বস্ত্রবালিকা ইষৎ ঝুঁকে হেঁটে যায়
সূর্য তার রাখে না খোঁজ
চোখে জ্বলে নিয়নবাতি
কত না অল্পদামে কিনেছে ওরা
ওর দিন এবং রাত্রি;

কেবল পথের দু'পাশের বিবর্ণ ঘাস তাকে দেখে
মাথা নোয়ায়।

সাহসী বস্ত্রবালিকা চোয়াল চেপে হেঁটে যায়
আলোতে আর কালো জ্যোৎস্নায়
পরিণতি জানে তার কেবল অন্তর্যামী
প্রতি পদক্ষেপে হাঁটে তার সঙ্গে
একটা জাতির আগামী

আমাদের নগরে-বন্দরে
ঊষায় আর চাঁদের আলোয়

বস্ত্রবালিকা হেঁটে যায়।